

যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ৪৩৩

১/ বিবিধ

আরবী

يدعى الناس يوم القيامة بأسمائهم سترًا من الله عز وجل عليهم
موضوع

رواه ابن عدي (2 / 17) عن إسحاق بن إبراهيم الطبري، حدثنا مروان الفزاري، عن
حميد الطويل، عن أنس مرفوعًا وقال
هذا منكر المتن بهذا الإسناد، وإسحاق بن إبراهيم منكر الحديث
وقال ابن حبان

يروى عن ابن عيينة والفضل بن عياض، منكر الحديث جدا، يأتي عن الثقات
بالموضوعات، لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب، وقال الحاكم: روى عن
الفضيل وابن عيينة أحاديث موضوعة، وأورده ابن الجوزي في "الموضوعات" (3 /
248) من طريق ابن عدي وقال: لا يصح، إسحاق منكر الحديث
وتعقبه السيوطي في "اللآليء" (2 / 449) بأن له طريقًا أخرى عند الطبراني، يعني
الحديث الذي بعده، وهو مع أنه مغاير لهذا في موضع الشاهد منه، فإن هذا نصه "
بأسمائهم" وهو نصه "بأسمائهم" وشتان بين اللفظين، وقد رده ابن عراق فقال (2 /
381)

قلت: هو من طريق أبي حذيفة إسحاق بن بشر، فلا يصح شاهدا
قلت: لأن الشرط في الشاهد أن لا يشتد ضعفه وهذا ليس كذلك، لأن إسحاق بن بشر
هذا في عداد من يضع الحديث، كما تقدم في الحديث (223)

وقد ثبت ما يخالفه، ففي " سنن أبي داود " بإسناد جيد كما قاله النووي في " الأذكار " من حديث أبي الدرداء مرفوعاً: " إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم " وفي الصحيح من حديث عمر مرفوعاً: " إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة، يرفع لكل غادر لواء، فيقال: هذه غدره فلان بن فلان، والله أعلم قلت: حديث أبي الدرداء ضعيف ليس بجيد، لانقطاعه، وقد أعله بذلك أبو داود نفسه، فقد قال عقبه (رقم 4948) : ابن أبي زكريا لم يدرك أبا الدرداء وسوف يأتي تخرجه في هذه " السلسلة " (5460) قلت: وبذلك أعله جماعة آخرون، كالبيهقي، والمنذري، والعسقلاني فلا يغتر بعد هذا بقول النووي ومن تبعه، وانظر " فيض القدير

বাংলা

৪৩৩। কিয়ামতের দিন লোকদেরকে ডাকা হবে তাদের মায়েদের পরিচয়ে, আল্লাহর পক্ষ হতে তাদের গোপনীয়তা রক্ষার জন্য।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু আদী (২/১৭) ইসহাক ইবনু ইবরাহীম তাবারী হতে ... বর্ণনা করেছেন, অতঃপর বলেছেনঃ এ সনদে হাদীসটির ভাষা মুনকার। ইসহাক ইবনু ইবরাহীম মুনকারুল হাদীস। ইবনু হিব্বান বলেনঃ তিনি ইবনু ওয়াইনা এবং ফুয়ায়েল ইবনু আইয়াশ হতে নিতান্তই মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি নির্ভরশীলদের উদ্ধৃতিতে জাল হাদীস নিয়ে এসেছেন। আশ্চর্য হবার উদ্দেশ্যে ছাড়া তার হাদীস লিখাই হালাল নয়। হাকিম বলেনঃ তিনি ফুয়ায়েল এবং ইবনু ওয়াইনা হতে কতিপয় জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইবনুল জাওয়ী হাদীসটি “আল-মাওয়ু‘আত” গ্রন্থে (৩/২৪৮) ইবনু আদীর সূত্রে উল্লেখ করে বলেছেনঃ হাদীসটি সহীহ নয়, ইসহাক মুনকারুল হাদীস। সুয়ূতী “আল-লাআলী” গ্রন্থে (২/৪৪৯) তার সমালোচনা করে বলেছেনঃ তাবারানীর নিকট তার অন্য সূত্র আছে। কিন্তু এটির ভাষা হচ্ছে ‘بأسمائهم’ আর তার (তাবারানীর) ভাষা হচ্ছে ‘بأسمائهم’ দুটির মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। ইবনু আররাক তার প্রতিবাদ করে বলেছেন (২/৩৮১)- এটি আবু হুয়াইফা ইসহাক ইবনু বিশর সূত্রে বর্ণিত, শাহেদ হিসাবে সঠিক হবে না।

আমি (আলবানী) বলছিঃ কারণ শাহেদ হওয়ার শর্ত হচ্ছে, দুর্বলতা যেন বেশী শক্তিশালী না হয়। কিন্তু এটি এরূপ নয়। কারণ ইসহাক ইবনু বিশরকে হাদীস জালকারীদের মধ্যে গণ্য করা হয়। যেমনটি ২২৩ নং হাদীসের আলোচনায় গেছে।

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

🔗 Link — <https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=68018>

📄 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন